



# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

## বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা (1)

জাপানে বসবাসরত বাংলাদেশের নাগরিকের মধ্যে, থাকার কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই এমন স্থায়ী বাসিন্দা (19%), পোষ্য স্বামী / স্ত্রী বা সন্তান কর্তৃক অর্জনযোগ্য "পরিবারের সাথে অবস্থান" (20%), সর্বমোটের 39% দখল করে আছে (পরিসংখ্যান ব্যুরো, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, জুন 2022 সাল)।

### শুল্ক সিস্টেম এবং অর্জনযোগ্য যোগ্যতা / ডিগ্রী (প্রশংসাপত্র)

- বাংলাদেশে, ইতিমধ্যে 2010 সালের জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও, বর্তমানেও, 1990 সালের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন দ্বারা নির্ধারিত বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ হল প্রাথমিক শিক্ষার 5 বছর (UIS, 2023 সাল)। প্রাথমিক শিক্ষা ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধি করার সময়কাল সম্পর্কে এখনো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি (JICA, 2017 সাল)।
- 2021 সালের মোট স্কুলে ভর্তি হওয়ার হার, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 115.95%, নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য 87.67% (UIS, 2023 সাল)।

প্রাক-বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন	
বাধ্যতামূলক শিক্ষা	প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী (6 - 7 বছর)
	দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী (7 - 8 বছর)
	তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী (8 - 9 বছর)
	চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী (9 - 10 বছর)
	পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী (10 - 11 বছর)
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (6ষ্ঠ - 8ম শ্রেণি)	
মাধ্যমিক বিদ্যালয় (9ম - 10ম শ্রেণি)	
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (11শ - 12শ শ্রেণি)	
বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ইত্যাদি	

বাংলাদেশে, বাম দিকের সাধারণ শিক্ষা পাঠ্যক্রম ব্যতীত, কারিগরি শিক্ষা পাঠ্যক্রম এবং মাদ্রাসা শিক্ষা কারিকুলাম বা পাঠ্যক্রম (ধর্মীয় শিক্ষা পাঠ্যক্রম) রয়েছে।

- ★ প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট
- ★ জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট
- ★ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট
- ★ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট
- ★ স্নাতক ★ স্নাতকোত্তর ★ ডক্টর

### স্কুলে ভর্তি হওয়ার পদ্ধতি: স্কুল এলাকা নির্দিষ্টকরণ

- নীতিগতভাবে, অভিভাবকের জন্য শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা বাধ্যতামূলক। ভর্তি হওয়া উচিত এমন কোনো স্কুল নির্ধারণ করা না হলেও, বেশিরভাগ শিক্ষার্থী নিকটস্থ স্কুলে ভর্তি হয়ে থাকে।
- সরকারি স্কুল এবং কিছু বেসরকারি স্কুলের ভর্তি হওয়ার পদ্ধতি ডিজিটলাইজেশন করা হয়েছে। অভিভাবক কর্তৃক অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নিজের আইডি ডকুমেন্টের কপি ও যোগাযোগের ঠিকানা, সন্তানের আইডি ফটো ও জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইত্যাদি নিবন্ধন করা হয়।

- আয়তন: 147,000 বর্গ কিলোমিটার ( জাপানের প্রায় 40%, বাংলাদেশ সরকার )
- জনসংখ্যা: 166300000 জন ( বিশ্বব্যাপক, 2021 সাল )
- নৃগোষ্ঠী: বাঙালি ( বড় অংশ ), চাকমা ইত্যাদি
- ভাষা: বাংলা ( জাতীয় ভাষা )
- ধর্ম: ইসলাম ধর্মের অনুসারী 88.4%, অন্যান্য ( হিন্দু, ধর্মাবলম্বী, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ) 11.6% ( বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, 2020 সাল )
- গড় আয়ু: পুরুষ 72 বছর, নারী 75 বছর ( বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, 2019 সাল )
- প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার: 75.6% ( বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, 2020 সাল )

### শিক্ষাদানের জন্য প্রদেয় অর্থ (টিউশন ফি)

- বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণির শিশু শিক্ষার্থী রয়েছে, এমন পরিবারকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে নেয়া 2013 সালের জরিপ অনুসারে, একজন শিশুর জন্য গড় বার্ষিক শিক্ষা ব্যয় 4,788 টাকা (প্রায় 6,000 ইয়েন), যার মধ্যে গৃহশিক্ষকের জন্য ব্যয় প্রায় 54%, কাগজ কলম ইত্যাদির জন্য ব্যয় প্রায় 27%, পোশাকের জন্য ব্যয় প্রায় 11% এবং পাঠ্যপুস্তকের জন্য ব্যয় প্রায় 9% (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, 2013 সাল)।
- প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া অন্য শিক্ষার জন্য অর্থ প্রদান করার প্রয়োজন রয়েছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টিউশন ফি 2013 সালের ডকুমেন্ট অনুযায়ী 800 টাকা (প্রায় 1,000 ইয়েন) (Mushfique, 2013), সরকারি ছাড়া অন্যান্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে, শিক্ষকের বেতন প্রদানের জন্য ভর্তুকি ব্যবস্থা (ডানে দেখুন) রয়েছে এমন স্কুলের টিউশন ফি, গ্রামাঞ্চলের স্কুলের ক্ষেত্রে প্রতি বছর 1,000 থেকে 5,000 টাকা (প্রায় 1,000 থেকে 6,000 ইয়েন), শহরাঞ্চলে, 5,000 থেকে 50,000 টাকা (প্রায় 6,000 থেকে 65,000 ইয়েন) (JICA, 2017 সাল)।

শিক্ষকের বেতন প্রদানের জন্য ভর্তুকি ব্যবস্থা হল, সরকারি ছাড়া অন্যান্য স্বীকৃতি প্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতনের মধ্যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ সরকার কর্তৃক প্রদান করার ব্যবস্থা। অননুমোদিত স্কুল অভ্যন্তরীণ আয়ের উৎস থেকে শিক্ষকের বেতন প্রদান করার ফলে, টিউশন ফি বেশি হয়ে থাকে এবং গ্রামীণ এলাকায়ও কিছু স্কুলের ক্ষেত্রে টিউশন ফি প্রতি বছর 50,000 টাকার (প্রায় 64,000 ইয়েন) বেশি প্রদান করতে হয়। (JICA, 2017 সাল)।

### পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত

- নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়: স্কুলে অনুর্তিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া (সার্টিফিকেট অর্জন)।  
উল্লেখ্য যে, 2019 সালের আগে, নয়টি জেলায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা বোর্ড (Education Boards), প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনা করে এসেছিল। 2020-2022 সালের পরীক্ষা করোনাভাইরাস মহামারী চলাকালীন সময়ে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে বাতিল করে, উপরন্তু 2023 সাল থেকে চালু করা নতুন পাঠ্যক্রমে (পরবর্তী সেকশন দেখুন) পরীক্ষা পরিচালনা না করার ধারণার উপর ভিত্তি করে, 2023 সালের পর থেকে, পরীক্ষা বাতিল করে, প্রতিটি স্কুল কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া (সার্টিফিকেট অর্জন)
- উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া (সার্টিফিকেট অর্জন)
- বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ: উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া (সার্টিফিকেট অর্জন) অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোর্স সম্পন্ন করা ব্যক্তিকে প্রদান করা বিশেষায়িত ডিপ্লোমা

বাড়ির নিকটবর্তী স্কুল ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার জন্য, চূড়ান্ত সার্টিফিকেট পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফল অর্জন করার প্রয়োজন রয়েছে। তদ্ব্যতীত, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য, শিক্ষার্থীকে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

## প্রতিবন্ধী শিশুর স্কুলে ভর্তি হওয়া

\* "বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষা" এবং " বিশেষ শ্রেণীকক্ষের" সংজ্ঞা দেশের উপর নির্ভর করে ভিন্নতর হয়ে থাকে। আরও তথ্যের জন্য, প্রতিটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত সমীক্ষা ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা দেখুন।

প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন 2001 বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, 2013 জারি করা হলেও, বাজেটের অভাব, সুযোগ-সুবিধা ও সরঞ্জামের অভাব, বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব, অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত নীতির অভাব ইত্যাদির মতো কারণে, পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা হয় না (UNICEF, 2014 সাল)।

### ● স্কুলে ভর্তি হওয়ার পদ্ধতি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, 2013 এর অধীনে, ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর নির্ধারিত সংখ্যা অতিক্রম করা ছাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবন্ধকতার অজুহাত দেখিয়ে প্রতিবন্ধী শিশুর স্কুলে ভর্তির আবেদন বাতিল করা যাবে না (BRAC, 2018 সাল)। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পদ্ধতি স্কুল ভেদে ভিন্নতর হয়ে থাকে।

### ● সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য শিক্ষা

#### সমন্বিত শিক্ষা (Integrated Education)

সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম (Integrated Education Programme for the Visually Impaired)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কার্যক্রমের মাধ্যমে সাধারণত স্কুলে পরিচালনা করা হয়।

#### বিশেষ শিক্ষা (Special Education) \* আপানের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষার সমতুল্য)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষ বিদ্যালয় (Special School for the Visually Impaired)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য শিক্ষা সুবিধা। আবাসন সুবিধা প্রদান করা হয়।

বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিদ্যালয় (School for the Hearing Impaired)

বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য শিক্ষা সুবিধা। আবাসন সুবিধা প্রদান করা হয়।

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান (Institute for the Mentally Retarded Children)

বৃদ্ধি (মানসিক) প্রতিবন্ধী 6 থেকে 12 বছর বয়সী শিশুর জন্য শিক্ষা সুবিধা। আবাসন সুবিধা প্রদান করা হয়।

জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র (National Center for Special Education)

ঢাকায় অবস্থিত এই কেন্দ্রটি, বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধি (মানসিক) প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা প্রদান করে থাকে।

### নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের বিষয়

- আইন ও অধ্যাদেশ এবং ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও, তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা থাকতে পারে বিধায়, আইন ও অধ্যাদেশ এবং ব্যবস্থার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে, প্রতিটি স্বতন্ত্র কেস সম্পর্কে শুনে, ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।
- অপেক্ষাকৃত নতুন একটি ধারণা হিসাবে বিবেচিত, অটিজম বা ADHD সহ "বিকাসমূলক ব্যাধি বা ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার" সম্পর্কে কিছু অভিভাবক পুরোপুরি বুঝতে পারে না, অথবা ব্যাধি হিসাবে শনাক্ত করতে পারে না।
- জাপানে আসার আগে শিক্ষার অবস্থা, পারিবারিক পরিবেশ ও লালন-পালনের ইতিহাস, মাতৃভাষার বিকাশের অবস্থা ইত্যাদি শিশুর বিকাশের উপর প্রভাব ফেলার বিষয় সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।



প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে, NGO গুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উদাহরণস্বরূপ, BRAC সরাসরি 35,000টিরও বেশি স্কুল পরিচালনা করছে (CAMPE, 2011 সাল)।

- 2010 সালের জাতীয় শিক্ষানীতির (National Education Policy 2010) সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার চলমান রয়েছে এবং 2023 সাল থেকে পর্যায়ক্রমে নতুন পাঠ্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নতুন পাঠ্যক্রমে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা বাতিল করে, দলগত কাজ বা উপস্থাপনের সময় বৃদ্ধি করা ইত্যাদির মতো, ঐতিহ্যগত মুখস্থ নির্ভর শিক্ষা থেকে অভিজ্ঞতা নির্ভর শিক্ষার দিকে পরিবর্তন সাধন করা হচ্ছে।
- শেখার ভাষা হল বাংলা ভাষা।

## বিষয় (প্রাথমিক বিদ্যালয়)

- বাংলা ভাষা, প্রাথমিক গণিত, ইংরেজি ভাষা, বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা, সঙ্গীত
- প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত একই বিষয় অধ্যয়ন করা হয় এবং বিজ্ঞান ও সমাজ ব্যতীত বিদ্যালয়ের কর্মসূচী একই হয়ে থাকে। (ডান দিকের টেবিল দেখুন)।



পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে নেয়া জাতীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার জরিপে, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত অর্জন করা উচিত, এমন লেভেলে পৌঁছানো শিশুর হার গণিতে 10%, বাংলায় 23% (2015) ছিল। তাই শিক্ষাগত যোগ্যতার উন্নতিসাধন জরুরী বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

## মূল্যায়ন / পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তরণ করার পদ্ধতি

- রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের ফলাফল, স্কুলে উপস্থিতির অবস্থা, শেখার মনোভাব লিপিবদ্ধ করা হয়।
- ফলাফল ও স্কুলে উপস্থিতির অবস্থার উপর নির্ভর করে, এমনকি কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও, পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তরণ করা যায় না।

বিষয় অনুযায়ী প্রথম ও পঞ্চম শ্রেণির এক বছরের ক্লাসের সংখ্যা (2011 সালের ডকুমেন্ট)

	প্রথম শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
বাংলা ভাষা	185	185
প্রাথমিক গণিত	185	185
ইংরেজি ভাষা	185	185
বিজ্ঞান	60	120
সমাজ	60	120
ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	60	60
শারীরিক শিক্ষা	30	30
চারু ও কারুকলা	30	30
সঙ্গীত	30	30
সর্বমোট	825	945



2021 সালে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার 14.15% ছিল (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, 2021 সাল)।

সমাপ্তির হার (\*): প্রাথমিক শিক্ষা 83%, নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা 65%, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা 29% (2019)।

(\*): প্রতিটি শিক্ষার পর্যায়ের চূড়ান্ত শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য বয়সের চাইতে 3 থেকে 5 বছরের বেশি বয়সী শিশুর মধ্যে, চূড়ান্ত শ্রেণী সমাপ্ত করা শিশুর সংখ্যার শতকরা হার (থেকে ডেটা, UNICEF, 2022 সাল)

# বাংলাদেশের শিক্ষার বিষয়বস্তু (2): গণিতের পাঠ্যক্রম

## প্রাথমিক শিক্ষায় গণিত শিক্ষার বিষয়বস্তুর প্রণালীবদ্ধ তালিকা (জাপানের শিক্ষার ধারা অনুযায়ী সংগঠিত)

ক্ষেত্র / শ্রেণি	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
সংখ্যা এবং গণনা	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 পর্যন্ত সংখ্যা</li> <li>1,2 অঙ্কের সংখ্যার যোগ / বিয়োগ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1000 পর্যন্ত সংখ্যা</li> <li>বিজোড় সংখ্যা এবং জোড় সংখ্যা</li> <li>10 পর্যন্ত অবস্থানসূচক সংখ্যা</li> <li>হাতে রেখে 2,3 অঙ্কের সংখ্যার যোগ / বিয়োগ</li> <li>গুণের অর্থ</li> <li>গুণের নামতা (1 ~ 10 গুণ)</li> <li>গুণ (2 অঙ্কের সংখ্যা) × (1 অঙ্কের সংখ্যা)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100,000 পর্যন্ত সংখ্যা</li> <li>20 পর্যন্ত অবস্থানসূচক সংখ্যা</li> <li>4,5 অঙ্কের সংখ্যার যোগ / বিয়োগ</li> <li>গুণের নামতা (11 ~ 15 গুণ)</li> <li>গুণ (3 অঙ্কের সংখ্যা) × (2 অঙ্কের সংখ্যা)</li> <li>ভাগের অর্থ</li> <li>গুণের নামতা ব্যবহার করে ভাগের গণনা</li> <li>ভাগশেষ আছে এমন ভাগ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10,000,000 পর্যন্ত সংখ্যা</li> <li>মৌলিক সংখ্যা এবং যৌগিক সংখ্যা</li> <li>গুণিতক এবং গুণীয়ক</li> <li>6 অঙ্কের সংখ্যার যোগ / বিয়োগ</li> <li>গুণ (3,4 অঙ্কের সংখ্যা) × (3 অঙ্কের সংখ্যা)</li> <li>ভাগ (3,4 অঙ্কের সংখ্যা) ÷ (1,2 অঙ্কের সংখ্যা)</li> <li>চারটি মৌলিক গাণিতিক প্রক্রিয়ার মিশ্রিত সূত্রের গণনা</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক এবং গরিষ্ঠ সাধারণ গুণীয়ক</li> <li>ভাগ (4,5 অঙ্কের সংখ্যা) ÷ (3 অঙ্কের সংখ্যা)</li> <li>( ) ব্যবহার করা সূত্রের সমীকরণ</li> </ul>
আকার	<ul style="list-style-type: none"> <li>চারপাশের সমতল আকার পর্যবেক্ষণ করা</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>বিন্দু, রেখা, তল, সমতল ও বক্রতল</li> <li>স্থলকোণ, সমকোণ, স্থূলকোণ</li> <li>চতুর্ভুজ অঙ্কন</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>কোণ অঙ্কন, আকার</li> <li>উল্লম্ব এবং সমান্তরাল</li> <li>আয়তক্ষেত্র এবং বর্গক্ষেত্র</li> <li>সমবাহু ত্রিভুজ এবং সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ</li> <li>স্বকোণ, সমকোণী ত্রিভুজ, স্থূলকোণী ত্রিভুজ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>সামান্তরিক, ট্রাপিজিয়াম, রম্বস</li> <li>বৃত্ত</li> <li>বিভিন্ন ধরনের ত্রিমাত্রিক আকৃতি ও শ্রেণী</li> </ul>
পরিমাপ / পরিবর্তন ও সম্পর্ক	<ul style="list-style-type: none"> <li>পরিমাপের তুলনামূলক প্রকাশ (বড় / ছোট, বেশি / কম, উঁচু / নিচু, দূরে / কাছে, ভারী / হালকা ইত্যাদি)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>দৈর্ঘ্যের তুলনা (প্রত্যক্ষ তুলনা, পরোক্ষ তুলনা)</li> <li>দৈর্ঘ্যের একক (মি, সেমি)</li> <li>ওজনের একক (কেজি, গ্রাম)</li> <li>পরিমাপের একক (L)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>দৈর্ঘ্যের একক (মিমি, কিলোমিটার)</li> <li>সময় সম্পর্কিত প্রশ্ন</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>দৈর্ঘ্য, ওজনের যোগ / বিয়োগ</li> <li>আয়তনের ধারণা এবং একক</li> <li>আয়তক্ষেত্র এবং বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>দৈর্ঘ্য, ওজন, পরিমাপের চারটি মৌলিক গাণিতিক প্রক্রিয়া</li> <li>ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র</li> </ul>
ডেটা ব্যবহার	<ul style="list-style-type: none"> <li>টেবিল</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ছবির গ্রাফ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>স্বচ্ছচিত্রে (বার চার্ট)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 ঘণ্টা এবং 24 ঘণ্টার সময়সূচি, সময়ের গণনা</li> <li>বাহ্যিক বর্ষপঞ্জি এবং গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জি</li> <li>শতকরার (%) ধারণা</li> <li>শতকরা নির্ণয়</li> </ul>	

### সংখ্যা এবং গণনা সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের বিষয়

#### প্রতিটি শ্রেণীতে শেখা পূর্ণসংখ্যা

বাংলাদেশে, প্রতিটি শ্রেণীতে শেখা পূর্ণসংখ্যা জাপানের তুলনায় কম। উদাহরণস্বরূপ, জাপানে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী 100,000,000 পর্যন্ত শেখার বিপরীতে, বাংলাদেশে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী শুধুমাত্র 100,000 পর্যন্ত শিখে থাকে। তাই, পূর্ণসংখ্যা সম্পর্কে অধ্যয়ন করার আগে অতিরিক্ত নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করার পর, চতুর্থ শ্রেণী থেকে জাপানে অধ্যয়ন শুরু করা শিশুর জন্য, পূর্ণ সংখ্যা সম্পর্কে অধ্যয়ন করার আগে 1,000,000 থেকে 100,000,000 পর্যন্ত সংখ্যা সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে।

#### ভগ্নাংশ সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সময়কাল

জাপানে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা মৌলিক ভগ্নাংশের অর্থ (বিভক্ত ভগ্নাংশ) সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকলেও, বাংলাদেশে, শিক্ষার্থীরা তৃতীয় শ্রেণী থেকে ভগ্নাংশ সম্পর্কে শিখতে শুরু করে। জাপানে তৃতীয় শ্রেণী থেকে অধ্যয়ন শুরু করা বাংলাদেশী শিশুর জন্য, ভগ্নাংশ অধ্যয়ন করার আগে ভগ্নাংশের অর্থ সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে।

#### দশমিক সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সময়কাল

জাপানে শিক্ষার্থীরা তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশমিক সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকলেও, বাংলাদেশে শিক্ষার্থীরা চতুর্থ শ্রেণী থেকে শিখতে শুরু করে। জাপানে চতুর্থ শ্রেণী থেকে অধ্যয়ন শুরু করা বাংলাদেশী শিশুর জন্য দশমিকের অর্থ বা পড়ার পদ্ধতি, সহজ যোগ ও বিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে।

# বাংলাদেশের স্কুল কালচার

## স্কুলের বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান

জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নবভঙ্গর ডিসেম্বর

### প্রথম সেমিস্টার

### দ্বিতীয় সেমিস্টার

নতুন সেমিস্টার

গ্রীষ্মকালীন ছুটি  
(দুই সপ্তাহ)

শীতকালীন ছুটি  
(10 দিন)

- সেমিস্টার ও বছর শেষে পরীক্ষা রয়েছে।
- ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বা সাংস্কৃতিক উৎসবের মতো অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

\* পূর্বে তিন সেমিস্টার পদ্ধতি থাকলেও, নতুন করোনভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার কারণে তা পরিবর্তন করা হয়।  
ভবিষ্যতেও আবার পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।

## দিনের কার্যধারা

- সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং শনিবার, রবিবার ও ছুটির দিনে বন্ধ থাকে।
- 90% সরকারি স্কুলে সকাল ও বিকেলের দুটি শিফট রয়েছে। সাধারণত, সকালের ক্লাস প্রথম ~ দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য, বিকেলের ক্লাস তৃতীয় ~ পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

### প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদাহরণ

9:00 সকালের ক্লাস শুরুর সময়

9:00 ~ 9:15 ক্লাস মিটিং  
9:15 ~ 12:00 ক্লাস (4 টি ক্লাস)

12:00 সকালের ক্লাসের সমাপ্তি  
বিকেলের ক্লাস শুরু

12:00 ~ 12:15 ক্লাস মিটিং  
12:15 ~ 13:40 ক্লাস (2 টি ক্লাস)  
13:40 ~ 14:00 মধ্যাহ্নভোজের বিরতি  
14:00 ~ 16:00 ক্লাস (3 টি ক্লাস)

16:00 বিকেলের ক্লাসের সমাপ্তি

জাপানের দলবদ্ধভাবে স্কুলে যাওয়ার মতো করে, প্রতিবেশী শিশুরা দল গঠন করে, হেঁটে স্কুলে গমন করে থাকে।

ক্লাসের পূর্ণ সময়কাল 40 মিনিট।  
ক্লাসের মধ্যে কোন বিরতি নেই।

স্কুলে কোনো দুপুরের খাবার নেই।  
বিকেলের শিফটের ক্ষেত্রে, শিশুরা মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে বহন করে আনা দুপুরের খাবার খেয়ে থাকে।  
কিছু ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃক পুষ্টিকর পরিপূরক খাবার প্রদান করা হয়।

প্রতিদিন বাড়ির কাজ দেওয়া হয়।  
গ্রীষ্মকালীন ছুটি ইত্যাদির মতো লম্বা ছুটির সময়ও বাড়ির কাজ দেওয়া হয়।

## স্কুলের নিয়মকানুন ও রীতিনীতি

- স্কুল ভেদে নিয়মকানুন ভিন্নতর হয়ে থাকে। কিছু স্কুলের জন্য চুলের স্টাইল সম্পর্কিত নিয়মও রয়েছে।
- মেকআপ করে বা অলঙ্কার পরে স্কুলে যাওয়া, সাথে করে স্কুলে মোবাইল ফোন নিয়ে আসা নিষিদ্ধ।
- শিশুরা শিক্ষকের সাথে একসাথে শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার করে থাকে।

## স্কুল জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু

- মাধ্যমিক বিদ্যালয় (দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী) পর্যন্ত, পার্শ্বপুস্তক বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।
- স্কুল ইউনিফর্ম বা কাগজ কলম ইত্যাদি অভিভাবক কর্তৃক ক্রয় করার প্রয়োজন রয়েছে।

## পড়াশুনা ব্যতীত অন্যান্য কর্মকাণ্ড

- জাদুঘর বা ঐতিহাসিক স্থানে শিক্ষা সফর রয়েছে। এছাড়াও প্রমোদভ্রমণের মতো ইভেন্টও রয়েছে।

## অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ

- অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাপানের মত একইভাবে যোগাযোগের নোটবুক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শিশুরা যোগাযোগের নোটবুকে পরের দিনের সময়সূচী বা বহন করা বস্তু, বাড়ির কাজ (হোমওয়ার্ক) লিপিবদ্ধ করে থাকে। অভিভাবগণ যোগাযোগের নোটবুকের মাধ্যমে শারীরিক অবস্থা বা উদ্বিগ্ন হওয়া বিষয় সম্পর্কে দায়িত্ব থাকা শিক্ষককে অবহিত করে থাকে।
- বাংলাদেশে, শিশুর ফলাফল বা শেখার মনোভাব ভালো না হলে, শিক্ষকগণ প্রায়ই বাড়িতে সাক্ষাৎ করার জন্য গিয়ে থাকেন।
- বছরে কয়েক বার, জাপানের অভিভাবক-শিক্ষক সম্মেলনের অনুরূপ "পিতামাতা দিবস" রয়েছে।
- কোনো ক্লাস পর্যবেক্ষণ দিবস নেই।
- শিশুর বাড়ির কাজ শেষ করানোর জন্য, বাড়িতে চেক করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

## নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের বিষয়

- বাংলাদেশে হালকা খাবার স্কুলে এনে, বিরতির সময় খাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হলেও, জাপানে নীতিগতভাবে সেটি অনুমোদন না করার বিষয়টি, অভিভাবক বা শিক্ষার্থীর নিকট ব্যাখ্যা প্রদান করার প্রয়োজন হতে পারে।